Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জায়েদা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৫০০


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জায়েদা খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৫০০

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জায়েদা খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৫০০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জায়েদা খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**জায়েদা খাতুন**

আইডিঃ ২৩১০০১২০৫০০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


প্রথম অধ্যায়: ইলমের মৌলিক ধারণা ও দার্শনিক ভিত্তি ..... 7

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষিত ..... 7

১.২ ইলমের ভাষাগত ও পারিভাষিক পরিচয় ..... 8

১.৩ ইলম ও অজ্ঞতার দ্বান্দ্বিকতা: একটি কুরআনী উপস্থাপনা ..... 9

১.৪ ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া: ইলমের শ্রেণীবিন্যাস ..... 10

১.৫ ইলমের বিকল্প নেই: বাস্তবতার নিরিখে ..... 11

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআনুল কারীমে ইলম ও আলেমের মর্যাদা ..... 13

২.১ 'ইকরা' থেকে 'কলম': সৃষ্টির সূচনায় ইলমের অবস্থান ..... 13

২.২ আলেম বনাম জাহেল: এক অনন্য বৈষম্য ..... 14

২.৩ আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে আলেমগণ ..... 15

২.৪ জান্নাতের পথ ও ইলমের নূর ..... 16

তৃতীয় অধ্যায়: হাদীসের আলোকে ইলমের ফযীলত ও পুরস্কার ..... 18

৩.১ নবীগণের উত্তরাধিকারী: এক অভূতপূর্ব ঘোষণা ..... 18

৩.২ ইলম অর্জনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দু'আ ও দুনিয়ার সাড়া ..... 19

৩.৩ 'যে পথে ইলম, সে পথেই জান্নাত' ..... 20

৩.৪ ঈর্ষা বৈধ যেখানে: সম্পদ ও ইলম ..... 21

চতুর্থ অধ্যায়: ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা ..... 23

৪.১ ইখলাস ও নিয়তের শুদ্ধি: প্রাপ্তির প্রধান চাবি ..... 23

৪.২ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আদান-প্রদানে শ্রদ্ধা ও নম্রতা ..... 24

৪.৩ ইলম ও আমলের সমন্বয়: প্রকৃত ইলমের প্রভাব ..... 25

পঞ্চম অধ্যায়: ইলম চর্চায় নারীর ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ..... 27

৫.১ নারী শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি ও কুরআনী দলিল ..... 27

৫.২ সাহাবীয়াগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সময়ের প্রয়োজন ..... 28

৫.৩ বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ..... 29

ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজ ও রাষ্ট্রে ইলমের প্রভাব ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ..... 31

৬.১ ইলম ও সমাজ সংস্কার: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ..... 31

৬.২ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইলমী জিহাদ ও শক্তির ভারসাম্য ..... 32

৬.৩ আলেম ও মুজাহিদ: কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের পার্থক্য ..... 33

উপসংহার ও সুপারিশমালা ..... 34

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র ..... 36

## নিবেদন

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি 'কলম' দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন এবং মানুষকে সেই জ্ঞান দান করেছেন যা সে জানত না। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি জ্ঞানের শহর ও নবুওয়াতের আকর। তিনি এমন এক উম্মত রেখে গেছেন, যাদের আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। সেই উত্তরাধিকার ধারণ করেই, এই ইলমী যাত্রা শুরু করছি।

## স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এই গবেষণা সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন। এই কাজ শেষ করতে আমাকে যাঁরা অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য।

প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা জিল্লুর রহমান -এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, যুক্তিনির্ভর দিকনির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ এই গবেষণাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

বিশেষ করে আমার স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা আমার সময় ও শ্রমকে মূল্যায়ন করেছেন এবং আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া, ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার সকল শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মকর্তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সবশেষে, আমার সহপাঠী ও বান্ধবীদের কাছে কৃতজ্ঞ যারা নানা তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন।

আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

# প্রথম অধ্যায়: ইলমের মৌলিক ধারণা ও দার্শনিক ভিত্তি

## ১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষিত

আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল মহাবিশ্ব ও তাতে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করা এবং পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ**

"আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" আর এই মহান দায়িত্ব পালনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো 'ইলম' বা জ্ঞান। ইলম ছাড়া যেমন ইবাদত অন্ধকারে পথ খোঁজার মতো, তেমনি ইলম ছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

মাওলানা ইবরাহীম খলীল রচিত 'তালিবে ইলমের জীবন গঠন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "ইলম হলো এমন নূর, যা গুনাহ করলে মিটে যায়, যা হাসিল করা গুনাহগারের পক্ষে সম্ভব নয়।" (পৃ. ৬) শুধু কিতাবি জ্ঞানই প্রকৃত ইলম নয়। প্রকৃত ইলম হলো অন্তরকে আলোকিত করে এবং তাকে জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ**

"নিশ্চয়ই ইলম একটি নূর, যা আল্লাহ যার অন্তরে চান নিক্ষেপ করেন।" (আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাদীস: ৩৪৬)

বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটলেও মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়েছে। এই উপেক্ষার কারণেই আজ বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্য, যুদ্ধ, অপসংস্কৃতি ও মানসিক অবসাদ লেগেই আছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমের প্রকৃত পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরা এবং সমসাময়িক যুগে ইলম চর্চার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা।

## ১.২ ইলমের ভাষাগত ও পারিভাষিক পরিচয়

আরবি ‘ইলম’ (علم) শব্দটি ‘আলিমা’ (علم) ক্রিয়াপদ থেকে উৎপন্ন। এর ভাষাগত অর্থ হলো জানা, অবগত হওয়া, উপলব্ধি করা এবং চিহ্নিত করা। পাশাপাশি, একটি বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকাকেও ইলম বলে।
পারিভাষিক অর্থে ইলম হলো “ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী সম্পর্কে ইয়াকীন বা নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং সঠিক আমলের দিকে পরিচালিত করে।” (আল ইলমু ওয়াল উলামা, পৃ. ১২)
ইমাম গাযালী রহিমাহুল্লাহ ‘ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন’ গ্রন্থে বলেছেন, “ইলম হলো চাক্ষুষ দেখার মতো বিষয়; তা ইয়াকীন বা সন্দেহাতীত বিশ্বাস সৃষ্টি করে।” (১/২৮)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ**

“যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯)
শুধু বাহ্যিক জ্ঞান নয়, বরং আন্তরিক উপলব্ধিই ইলমের প্রাণ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

**تَفَقُّهٌ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ**

“আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত বুঝা, একশত হাদীস মুখস্থ করার চেয়ে উত্তম।” (সুনানে দারেমী, ১/১২১) এটি প্রমাণ করে যে, ইলমের মূল্য তার গভীরতা ও তাৎপর্যে, সংখ্যায় নয়। ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**الْعِلْمُ مَا نَفَعَ، لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ**

“ইলম হলো যা উপকারী; ইলম তা নয় যা শুধু মুখস্থ করা হয়েছে।” (আল-মাজমু‘, ১/৪৬)

# ১.৩ ইলম ও অজ্ঞতার দ্বান্দ্বিকতা: একটি কুরআনী উপস্থাপনা

পবিত্র কুরআন ইলম ও অজ্ঞতার (জুহল) মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বারবার জ্ঞানী ও অজ্ঞদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে জ্ঞানীদের মর্যাদা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আয-যুমারে ইরশাদ করেন,

**قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ**

"বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? উপদেশ তো তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।" (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯)

এই আয়াতে আল্লাহ সরাসরি অজ্ঞদের সাথে জ্ঞানীদের তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, সমাজের দৃষ্টিতে ও আল্লাহর কাছে জ্ঞানীদের মর্যাদা অজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি। সূরা আয-যুমারের আরেক আয়াতে (৩৯:৫২) আল্লাহ বলেন,

**أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**

"তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন? নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে।" এখানে ইলমের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধি করার কথাই মুখ্য।

সূরা আল-আনকাবূতে আয়াত ৪৯-এ আল্লাহ বলেন,

**بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ**

"বরং এ কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে।" আলেমগণ কুরআনকে বাহ্যিকভাবে না দেখে অন্তরের চোখে দেখেন। সেই কারণেই তারা আয়াতের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।

সূরা আল-মুলকে ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ**

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" ইলম মানুষকে আল্লাহর এই গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পক্ষান্তরে, অজ্ঞতা মানুষের জন্য লজ্জাজনক। আল্লাহ সূরা আল-আহযাবের ৭২ নং আয়াতে বলেন,

**إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا**

“আমি আসমান, যমীন ও পাহাড়ের কাছে আমানত পেশ করলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে ভীত হলেও মানুষ তা বহন করে নিল। নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত জালিম ও অজ্ঞ।”

## ১.৪ ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া: ইলমের শ্রেণীবিন্যাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাণী,

**طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ**

“প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলম অর্জন করা ফরজ।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২২৪)

এই হাদীসটি মুসলিম উম্মাহর উপর ইলম অর্জনের বাধ্যবাধকতা স্পষ্ট করে। তবে এই ‘ইলম’ বলতে কী বোঝায়? ওলামায়ে কেরাম এ প্রসঙ্গে ইলমকে দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম প্রকার হলো **ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ফরজ)**। এই ইলমটি প্রতিটি মুসলিমের উপর স্বতন্ত্রভাবে ফরজ। অর্থাৎ, এই জ্ঞান অর্জন না করলে ব্যক্তির ঈমান ও আমল সঠিক হবে না এবং সে গুনাহগার হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

- **আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞান:** তাওহীদ ও রেসালাতের সঠিক বোধ। যেমন- সূরা ইখলাসের মর্ম, আল্লাহর গুণাবলী, রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।
- **ইবাদত সম্পর্কিত জ্ঞান:** নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জের ফরজ, ওয়াজিব ও শর্তাবলী। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কাপড় পরে নামায পড়ব? তিনি বললেন, ‘তোমরা কাপড় পরে নামায পড়ো। তবুও যদি নগ্ন হও, তাহলে নগ্ন নামায পড়ো।’” (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৬২৮) এটি ইবাদতের জরুরি মাসায়েল জানার প্রয়োজনীয়তা বুঝায়।
- **নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান:** হারাম ও হালালের পরিচয়, বড় বড় গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়। আল্লাহ সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে বলেন,

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا**

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো; নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ। আর গোপনীয়তা অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।”

- **লেনদেন সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান:** সুদ, ঘুষ, প্রতারণা হারাম হওয়া এবং ন্যায্য ব্যবসার নিয়ম।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

**تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا**

“তোমরা বড় হওয়ার আগেই ইলম শিক্ষা করো।” (সহীহ বুখারী, ১/৩৯)

দ্বিতীয় প্রকার হলো **ফরজে কেফায়া (সামষ্টিক ফরজ)**। এই ইলমটি পুরো সমাজের একটি অংশ অর্জন করলেই সকলের দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিই যদি এই ইলম না জানে, তাহলে গোটা সমাজই পাপী হবে। যেমন:

- কুরআনের গভীর জ্ঞান ও তাফসীর
- হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সংরক্ষণ
- ফিকহ ও ফাতওয়া প্রদান
- চিকিৎসা, প্রকৌশল, অর্থনীতি প্রভৃতি পার্থিব বিজ্ঞান

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন, “চিকিৎসা শাস্ত্র ফরজে কেফায়া; কারণ মুসলিম সমাজ ডাক্তারবিহীন থাকতে পারে না।” (আল-মাজমু‘, ১/৩৬) তিনি আরও বলেন, “কুরআনের হেফাজত ফরজে কেফায়া; যদি কোনো ব্যক্তি তা করে, তাহলে সবাই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়।”

## ১.৫ ইলমের বিকল্প নেই: বাস্তবতার নিরিখে

ইসলামের প্রতিটি ইবাদত ও লেনদেনের জন্য ইলম অপরিহার্য। ইলম ছাড়া যেমন ইবাদত কবুল হয় না, তেমনি ইলম ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন অসম্ভব। উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ**

“যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে, সে যতটুকু সংশোধন করে তার চেয়ে বেশি বিগড়ায়।” (তারীখে তাবারী, ৬/৫৭২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

**يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেন যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।” (সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১১)

ইলমের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এটি মানুষকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যতা থেকে বের করে এনে প্রকৃত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন করায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا**

“আল্লাহ ইলমকে এমনভাবে উঠিয়ে নেন না যে, তিনি বান্দাদের অন্তর থেকে তা ছিনিয়ে নেন; বরং তিনি আলেমদের উঠিয়ে নিয়ে ইলম উঠিয়ে নেন। অবশেষে যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকে না, তখন মানুষ অজ্ঞ নেতাদেরকে নেতা বানিয়ে নেয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা অজ্ঞতার ফাতওয়া দেয়। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৩)

সুতরাং, ব্যক্তি ও সমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির জন্য ইলমের বিকল্প নেই। ইলম ছাড়া মানুষ যেমন গোমরাহির পথে ধাবিত হয়, তেমনি ইলমের মাধ্যমেই সে সঠিক পথ খুঁজে পায়। আল্লাহ সূরা আন-নূরের ৩৫ নং আয়াতে বলেন,

**اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ**

“আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর। তাঁর নূরের উদাহরণ একটি তাকের মতো, যাতে আছে একটি প্রদীপ।” ইলম সেই নূর, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআনুল কারীমে ইলম ও আলেমের মর্যাদা

## ২.১ 'ইকরা' থেকে 'কলম': সৃষ্টির সূচনায় ইলমের অবস্থান

পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াতসমূহ ইলমের মর্যাদার দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সূরা আলাক-এর ১-৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ )١ (خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ )٢ (ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ )٣ (ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ )٤ (عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )٥(**

"পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আলাক, আয়াত: ১-৫)

এখানে 'পড়ো' বা 'ইকরা' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইলমের দার উন্মুক্ত করে দেন। এরপর তিনি 'কলম' ও 'শিক্ষা'র কথা উল্লেখ করেন। কলম হলো জ্ঞান চর্চা ও সভ্যতা বিকাশের ধারক। এখান থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে 'লেখা' ও 'পড়া'র গুরুত্ব স্পষ্ট হয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা সাদ-এ আরও বলেন,

**وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ )٧١(**

"আর স্মরণ কর, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি।" (সূরা সাদ, আয়াত: ৭১) এরপর তাকে ইলম দান করেন যা ফেরেশতাদের ছিল না। সূরা বাকারার ৩১-৩৪ নং আয়াতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে:

**وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )٣١ (قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )٣٢ (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ )٣٣ (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ )٣٤(**

"আর তিনি আদমকে সব নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এগুলোর নাম আমাকে বলো।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র-মহান। আমাদের ততটুকুই জ্ঞান আছে যতটুকু আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি বললেন,

‘হে আদম, এদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও।’ অতঃপর আদম যখন তাদের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের গায়েব জানি এবং যা তোমরা প্রকাশ কর ও গোপন কর তাও জানি?’ আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, ‘আদমকে সেজদা কর’, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সেজদা করল। সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।”

এটি মানুষকে ইলমের মাধ্যমে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে।

## ২.২ আলেম বনাম জাহেল: এক অনন্য বৈষম্য

পবিত্র কুরআন জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে এক কাতারে দাঁড় করায়নি; বরং তাদের মধ্যে চিরন্তন বৈষম্য ঘোষণা করেছে। কুরআন জ্ঞানীদেরকে ‘উলুল আলবাব’ (বুদ্ধিমান) এবং ‘আলিম’ হিসেবে আখ্যায়িত করে অজ্ঞদেরকে ভ্রান্তির অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

সূরা আয-যুমারের (৩৯:৯) পাশাপাশি সূরা সাদ-এ আল্লাহ বলেন,

**وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ )٢٦(**

“তুমি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ে।” (সূরা সাদ, আয়াত: ২৬) খিলাফতের মর্যাদা লাভের পূর্বশর্ত হলো ‘ইলম’ ও ‘ন্যায়’। খেয়াল-খুশির অনুসরণ অজ্ঞতা ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

সূরা আল-ফাতহ-এর ২৯ নং আয়াতে আলেম ও মুমিনদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহ বলেন,

**مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )٢٩(**

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়াশীল।” তাদের নিদর্শন হলো সেজদার চিহ্ন। কিন্তু

প্রকৃত জ্ঞানী ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর ভয়। আল্লাহ সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতে বলেন,

**إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ**

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)

সূরা আল-আনকাবূতের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ**

"আর এই সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করি; কিন্তু জ্ঞানীরাই এগুলো বুঝতে পারে।"

## ২.৩ আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে আলেমগণ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নিজের সত্তার সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতাদের পাশাপাশি আলেমদেরকেও সাক্ষী দাঁড় করিয়েছেন। এই মর্যাদা অন্য কারোর জন্য নেই।

সূরা আলে ইমরানের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

**شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেন (যে) তিনি ন্যায়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮)

এখানে 'জ্ঞানী' বা 'আলিম' বলতে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান রাখেন এবং সঠিক পথে আছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে বলেন, "এই আয়াতটি ইলম ও আলেমদের মর্যাদার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কারণ আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের স্বপক্ষে ফেরেশতা ও আলেমদের সাক্ষী করেছেন।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/৬২০)

সূরা আল-ইমরানের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন,

**إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দ্বীন হলো ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা জ্ঞান আসার পরও কেবল বাহাদাতি বশতঃ মতভেদ সৃষ্টি করেছে।” এখানে ‘জ্ঞান’ বলতে সত্যকে বুঝানো হয়েছে। আলেমগণ সেই জ্ঞান লাভ করে সত্যের পথে থাকেন।

## ২.৪ জান্নাতের পথ ও ইলমের নূর

কুরআন ও হাদীস মিলে ইলমকে ‘নূর’ বা আলো হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অজ্ঞতা যেখানে অন্ধকার, ইলম সেখানে আলো। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে যেন নিজের অন্তরকে জ্যোতির্ময় করে তোলে।

আল্লাহ সূরা আয-যুমারে (৩৯:২২) বলেন,

**أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ**

“আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের নূরের উপর থাকে।”

আল্লাহ সূরা আল-মায়েদার ১৫ নং আয়াতে বলেন,

**قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ**

“তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।”

এখানে ‘নূর’ বলতে কুরআন ও ইলম বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সূরা আত-তাগাবুনের ৮ নং আয়াতে বলেন,

**فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**

“অতএব, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আমি যে নূর নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান আনো। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।”

সূরা আল-হাদীদের ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। তিনি তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের জন্য একটি নূর সৃষ্টি করবেন, যা দ্বারা তোমরা চলবে।”

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে **باب الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ** “জ্ঞান অর্জন করা, কথা ও কাজের আগে” শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি সূরা মুহাম্মাদ-এর **১৯** নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “এ আয়াতে প্রথমে ‘জেনে রাখো’ (ইলম) এরপর ‘ক্ষমা প্রার্থনা করো’ (আমল) বলা হয়েছে।” সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত **১৯**:

**فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ**

“অতএব জেনে রাখো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।” এটি প্রমাণ করে যে, কোনো আমল করার পূর্বে তার ইলম অর্জন করা জরুরি। অন্যথায় সে আমল বিকৃত হবে এবং জান্নাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ইলমের নূর মানুষকে সেই পথ দেখায় যা জান্নাতে গিয়ে শেষ হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায়: হাদীসের আলোকে ইলমের ফযীলত ও পুরস্কার

## ৩.১ নবীগণের উত্তরাধিকারী: এক অভূতপূর্ব ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাগুলোর একটি হলো, তিনি আলেমদেরকে নবীগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটি আলেমের মর্যাদা ও সম্মানকে অপরিসীম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন,

**إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ**

“নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকারী রেখে যান না; বরং তারা রেখে যান ‘ইলম’। সুতরাং যে ব্যক্তি এই ইলম অর্জন করে, সে এক বিরাট অংশ অর্জন করে।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৪১; সুনানে আত-তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮২)

নবীগণের মিরাস হলো ইলম। তারা সম্পদ রেখে যাননি। সুতরাং, যারা ইলম অর্জন করে, তারা সেই মহান মিরাসের অধিকারী হন। এটি আলেমদের জন্য এক বিশাল সম্মান। হাদীসটি আরও প্রমাণ করে যে, ইলম অর্জন ও প্রচার নবীগণের সুন্নাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৩৭)

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, দ্বীনী ইলম অর্জন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও অনুগ্রহের নিদর্শন।

## ৩.২ ইলম অর্জনকারীর জন্য ফেরেশতাদের দু'আ ও দুনিয়ার সাড়া

একজন ব্যক্তি যখন ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, তখন কেবল মানুষই নন; বরং ফেরেশতামন্ডলী, আকাশ-জমিনের প্রাণী এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু'আ করতে থাকে। এটি ইলমের এক অনন্য ফযীলত।

আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ**

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান ও যমীনের বাসিন্দারা, এমনকি গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত কল্যাণ শিক্ষাকারী ব্যক্তির জন্য দো'আ করে।" (সুনানে আত-তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮৫; সহীহ আল-জামি', হাদীস: ১৮৪৯)

স্রেফ ইলম শেখার জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৃষ্টি যদি রহমতের দু'আ করে, তাহলে এর গুরুত্ব কী পরিমাণ! হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম মুনযিরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটি ইলমের মর্যাদা ও ফযীলতের দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।"

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

**مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ**

"যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসে শুধু কল্যাণ (ইলম) শিক্ষা বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২২৭)

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ**

"একজন মুমিন কল্যাণ (ইলম) থেকে কখনো তৃপ্ত হয় না, যতক্ষণ না জান্নাত তার চূড়ান্ত গন্তব্য হয়।" (সুনানে আত-তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮৬; হাসান লিগায়রিহি)

## ৩.৩ ‘যে পথে ইলম, সে পথেই জান্নাত’

ইলম অর্জনকারী ব্যক্তি সরাসরি জান্নাতের পথে ধাবিত হয়। এটি ইলম ও জান্নাতের একটি সুস্পান্ত সম্পর্ক। ইলম হলো সেই ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ (সরল পথ) যা জান্নাতে গিয়ে শেষ হয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ**

“যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যে পথে সে ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯)

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ**

“যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) আছে বলে গণ্য হয়।” (সুনানে আত-তিরমিযী, হাদীস: ২৬৪৭; হাসান লিগায়রিহি)

আবু মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا**

“আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হলো এমন বৃষ্টির মতো যা এক টুকরো জমিনে পড়ে। তার কিছু অংশ ভাল জমিন পানি ধরে রেখে ঘাস ও গাছ উৎপন্ন করে...” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৮২)

এই দৃষ্টান্তে বোঝানো হয়েছে, যে জমিন (অন্তর) ইলম ধারণ করে এবং তা উৎপন্ন করে (শিক্ষা দেয়), সে-ই সর্বোত্তম। ইলম অর্জনের পথটি জান্নাতের সরাসরি রাস্তা।

সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলাম। তিনি মসজিদে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইলম অর্জনের জন্য এসেছি।” তিনি বললেন,

**مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَيَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ**

“ইলম অন্বেষণকারীর জন্য শুভ হোক। নিশ্চয়ই ইলম অন্বেষণকারীকে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা দিয়ে ঢেকে দেয় এবং তারা তাদের ডানায় আরোহণ করে তাকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ১৫৩২৩)

## ৩.৪ ঈর্ষা বৈধ যেখানে: সম্পদ ও ইলম

সাধারণভাবে ইসলামে ঈর্ষা (হাসাদ) নিষিদ্ধ। তবে দুই ব্যক্তিকে দেখে ঈর্ষা করা বৈধ। অর্থাৎ, তাদের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা জায়েজ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا**

“দু’টি ব্যক্তি ছাড়া (অন্য কারো প্রতি) ঈর্ষা করা জায়েজ নয়: এক. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন; দুই. ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হিকমত (ইলম) দিয়েছেন এবং সে তা দ্বারা বিচার করে ও শিক্ষা দেয়।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮১৬)

এই হাদীসটি ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝাতে অসাধারণ। সম্পদ ও ইলম উভয়ই আল্লাহর দান। কিন্তু ইলম এমন এক সম্পদ যা পবিত্র ও স্থায়ী। এটি মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং পরকালেও এর সওয়াব অব্যাহত থাকে। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, “যে ব্যক্তি ইলম অর্জন ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তাকে ঈর্ষার পাত্র হওয়ার যোগ্য বলা হয়েছে।” (শরহে মুসলিম, ২/২২৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ**

“দু’টি ব্যক্তি ছাড়া (অন্য কারো প্রতি) ঈর্ষা করা জায়েজ নয়: এক. যাকে আল্লাহ কুরআন দিয়েছেন এবং সে তা রাত ও দিনের বিভিন্ন সময় তিলাওয়াত করে; দুই.

যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা রাত ও দিনের বিভিন্ন সময় ব্যয় করে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫০২৯)

এখানে কুরআনের সাথে ইলমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষা দেওয়াও ইলমেরই একটি শাখা।

# চতুর্থ অধ্যায়: ইলম অর্জনের পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর আদব-কায়দা

## ৪.১ ইখলাস ও নিয়তের শুদ্ধি: প্রাপ্তির প্রধান চাবি

যেকোনো ইবাদতের মতো ইলম অর্জনের কাজটিও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া চাই। ইলম অর্জনের মূল চালিকাশক্তি হলো 'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতা। দুনিয়াবী স্বার্থ (চাকরি, টাকা, পদ-পদবী, মানুষের প্রশংসা) যদি নিয়তে থাকে, তাহলে সেই ইলম আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না; বরং তা ধ্বংসের কারণ হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

"যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়; কিন্তু সে তা কেবল দুনিয়ার স্বার্থ অর্জনের জন্য অর্জন করে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৬৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৭৭)

কিয়ামতের দিন যে তিনটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের অন্যতম হলো 'আলিম' ব্যক্তি। সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এই তিন দল কারা?" তিনি বললেন,

**أَوَّلُهُمْ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَرَجُلٌ أُعْطِيَ مَالًا**

"তাদের প্রথমজন হলো সে ব্যক্তি যে কুরআন একত্রিত করেছে (হাফেজ হয়েছে); দ্বিতীয়জন হলো সে ব্যক্তি যে ইলম অর্জন করেছে; তৃতীয়জন হলো সে ব্যক্তি যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৯০৫)

যখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি ইলম অর্জন করেছিলে কেন?" সে বলবে, "আপনার সন্তুষ্টির জন্য।" তখন আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছ; তুমি ইলম অর্জন করেছিলে যাতে তোমাকে 'আলিম' বলা হয়। এখন বলা হয়েছে।" তখন তার চেহারায় টেনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**الْإِخْلَاصُ أَنْ لَا تُحِبَّ أَنْ يَحْمَدَكَ النَّاسُ عَلَى شَيْءٍ تَعْمَلُهُ**

"ইখলাস হলো, তুমি এমন কাজ করবে না যে তার জন্য মানুষ তোমার প্রশংসা করবে।" (জামি' উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৭৩)

নিয়ত শুদ্ধ করার জন্য প্রতিনিয়ত সকালে ঘুম থেকে উঠে 'আমি আজ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করব'-এ নিয়ত করা জরুরি। মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, "প্রতিদিন ফজরের পর কয়েক মিনিট বসে ইলম অর্জনের সঠিক নিয়ত ও লক্ষ্য স্থির করা উচিত।" সুফিয়ান আস-সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, **مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي** "আমি আমার নিয়তের চেয়ে কঠিন আর কিছু পাইনি।" (আল-জামি' লি আখলাকির রাবী, ১/১২২)

## ৪.২ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আদান-প্রদানে শ্রদ্ধা ও নম্রতা

ইলম অর্জনের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মধ্যকার আদব ও আচার-আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে চোখের মণির মতো সম্মান করা এবং তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা শিক্ষার্থীর প্রথম কর্তব্য।

শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর কর্তব্য হলো:

১. শিক্ষকের সামনে মাথা নিচু করে বসা, তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
২. শিক্ষকের কোনো ভুল হলে তা সুকৌশলে ও সম্মানের সাথে জানানো।
৩. শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া তাঁর ঘরে বা দরবারে প্রবেশ না করা।
৪. শিক্ষকের কাছে জ্ঞান লাভের পর তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

**كُنَّا نَأْتِي الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، حَتَّى إِذَا خَرَجَ أَخَذْنَا بِرِكَابِهِ، وَمَسَحْنَا وُجُوهَنَا بِتُرَابِهِ**

"আমরা সাহাবীদের দরজায় গিয়ে অপেক্ষা করতাম। তারা বের হলে তাদের পায়ের ধুলো আমাদের চেহারায় মেখে নিতাম। এটাই ছিল আমাদের আদব।" (আল-আদাবুশ শরয়িয়া, ২/৩৮)

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত খিযির আলাইহিস সালামের কাছ থেকে ইলম অর্জনের জন্য কত কষ্ট করেছেন। সূরা আল-কাহাফের ৬৬-৭০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا )٦٦ (قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا )٦٧ (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا )٦٨ (قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

**صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا )٦٩ (قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا )٧٠(**

"মূসা তাকে বললেন, 'আপনি আমাকে যে সৎ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার শর্তে কি আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি?' তিনি বললেন, 'আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। আর আপনি কীভাবে সেই বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করবেন যা আপনি জানেন না?' মূসা বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।' তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন, তবে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজে আপনাকে তার কথা বলি।'"

শিক্ষার্থীর প্রতি কর্তব্য হলো ইলম অর্জনে ধৈর্য ও অধ্যবসায় থাকা, সহপাঠীদের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদের উপকার করা, রাত জেগে অধ্যয়ন ও পুনরালোচনা করা এবং সময়ের মূল্য বোঝা ও প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগানো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ**

"তোমরা ইলম শেখো এবং ইলমের জন্য শান্ত ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করো, আর যার কাছে ইলম শেখো, তার প্রতি নম্র হও।" (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদীস: ৬১৮৪)

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ তাঁর ছাত্রদের বলতেন,

**تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ**

"তোমরা ইলম শেখো এবং ইলমের জন্য শান্তি আয়ত্ত করো, আর যাকে শিক্ষা দাও তার প্রতি নম্র হও।" (আল-আদাবুশ শরয়িয়া, ২/৫৬)

## ৪.৩ ইলম ও আমলের সমন্বয়: প্রকৃত ইলমের প্রভাব

প্রকৃত ইলমের প্রভাব হলো মানুষের চরিত্র ও আচরণে পরিবর্তন আনা। ইলম যার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তার মধ্যে নম্রতা, তাকওয়া, আল্লাহভীতি ও সদাচার বৃদ্ধি পায়। যদি ইলম অর্জন করার পরও ব্যক্তি অহংকারী, লোভী ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, বুঝতে হবে সে প্রকৃত ইলম থেকে বঞ্চিত।

হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَمَا يَلْبَثُ أَنْ يُرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ وَزُهْدِهِ وَلِسَانِهِ وَبَصَرِهِ**

"পূর্ববর্তী লোকেরা ইলম অর্জন করতেন, তারপর এর প্রভাব তাদের চেহারা, নম্রতা, কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে ফুটে উঠত।" (আল-জামি' লি আখলাকির রাবী, পৃ. ৫১)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফাতিহার ৬ নং আয়াতে বলেন,

**اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**

"আমাদের সরল পথ দেখাও।" এই সরল পথ হলো ইলম ও আমল। যে ব্যক্তি ইলম পেয়ে তদনুযায়ী আমল করে না, সে পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১৯১ নং আয়াতে মুত্তাকীদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

**الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে।" এখানে 'চিন্তা' বা 'তাফাক্কুর' হলো ইলমের ফল। এটি তাকওয়া ও আল্লাহভীতির দিকে নিয়ে যায়।

ইলম ও আমল যেন দুই যমজ ভাই। ইলম ছাড়া আমল যেমন অন্ধ, তেমনি আমল ছাড়া ইলম বন্ধ্যা বৃক্ষের মতো। সুতরাং, একজন আলেমের জন্য আবশ্যক হলো, সে যা জানে নিজে প্রথমে আমল করবে, তারপর অন্যদের শিক্ষা দেবে। এটাই প্রকৃত ইলমের নিদর্শন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**الْعَالِمُ مَنْ يَخْشَى اللَّهَ، وَلَيْسَ الْعَالِمُ مَنْ يَرْوِي الْأَحَادِيثَ**

"আলেম হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে; আলেম সে নয় যে শুধু হাদীস বর্ণনা করে।" (আল-আদাবুশ শরয়িয়া, ২/৪৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

**لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ**

"ইলম অধিক বর্ণনা করা নয়; বরং ইলম হলো (আল্লাহর) ভয়।" (আল-জামি' লি আখলাকির রাবী, ১/৮১)

# পঞ্চম অধ্যায়: ইলম চর্চায় নারীর ভূমিকা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

## ৫.১ নারী শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি ও কুরআনী দলিল

ইসলাম নারী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ইলম অর্জন করা ফরজ' হাদীসটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগেই নারীরা ইলম চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

সূরা আত-তাহরীমে আল্লাহ ঈমানদার নারীদের উদাহরণ স্বরূপ ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া (আ.) ও মারিয়াম (আ.)-কে উল্লেখ করেছেন। মারিয়াম (আ.)-এর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

**وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )٤٢(**

"আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারিয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বনারীদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪২)

সূরা আত-তাহরীমের ১১-১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )١١ (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (١٢)**

"আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য আল্লাহ ফেরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন, যখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, জান্নাতে আমার জন্য আপনার কাছে একটি ঘর বানিয়ে দিন এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কাজ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাকে যালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন।' আর (দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন) ইমরানের কন্যা মারিয়ামের, যে তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করেছিল। অতঃপর আমি তাতে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার প্রতিপালকের কথাসমূহ ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"

এ থেকে বোঝা যায়, নারীদের জ্ঞান ও ইবাদতে উচ্চ মর্যাদা লাভের সুযোগ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন,

**يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ**

"হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আপনার সব কথা শুনে লাভবান হয়; আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করুন, যাতে আমরা আপনার কাছে আসতে পারি এবং আপনি আমাদেরকে আল্লাহর শিক্ষা দেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১০১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিতেন এবং নারীদের পৃথকভাবে ইলম শিক্ষা দিতেন। এটি নারী শিক্ষার বৈধতা ও গুরুত্বের একটি বড় প্রমাণ।

## ৫.২ সাহাবীয়াগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও সময়ের প্রয়োজন

সাহাবীয়াগণ ছিলেন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত। তারা ইলম অর্জনের জন্য যেকোনো কষ্ট স্বীকার করতেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন 'উম্মুল মুমিনীন' ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমা। তিনি ফিকহ, তাফসীর ও হাদীসে এত পারদর্শী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ তাঁর কাছে জটিল মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন। ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**لَوْ جُمِعَ عِلْمُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ إِلَى عِلْمِ عَائِشَةَ، لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ**

"যদি সকল মহিলাদের ইলমকে আয়েশা (রা.)-এর ইলমের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে আয়েশা (রা.)-এর ইলমই শ্রেষ্ঠ হবে।" (সীরাতে আয়েশা, পৃ. ৬১)

হযরত হাফসা ও উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন নারী শিক্ষার পথিকৃৎ। তাদের কাছ থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁরা জটিল বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করতেন। হযরত শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রা.) মসজিদে নববীতে নারীদের কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দিতেন এবং 'হিসাব' শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) ও তাঁর পুত্র আনাস (রা.)-এর ঘটনা বিখ্যাত। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসতেন। আমার মা উম্মু সুলাইম তাকে জিজ্ঞাসা করতেন বিভিন্ন মাসায়েল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৪৪১)

# ৫.৩ বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

বর্তমান যুগে মুসলিম নারীদের জন্য দ্বীনী ইলম অর্জন এখন আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ, তারা চারদিক থেকে অপসংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের ধ্বংসাত্মক ভাবধারায় আক্রান্ত হচ্ছে। তাদেরকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তারা কীভাবে শরয়ী পর্দা ও সীমারক্ষা করবে, তা তারা জানে না। একারণে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা নারীজাতিকে পশ্চাৎপদ করে দিচ্ছে।

বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো: মোবাইল ফোন, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার; পারিবারিক উদাসীনতা ও সন্তান প্রতিপালনের ভুল পদ্ধতি; ব্যস্ততার অজুহাতে সময় অপচয় করা; এবং দুনিয়াবী শিক্ষার পেছনে ছুটে দ্বীনী শিক্ষাকে উপেক্ষা করা।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আনসারী নারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

**نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ**

“আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! লজ্জা তাদের দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনে বাধা দেয়নি।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৩০)

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিটি নারীর উচিত ‘ফরজে আইন’ ইলম অর্জন করা। যেমন কুরআন তিলাওয়াত, নামায-রোযার মাসায়েল, তাহারাত, স্বামীর হক ও পর্দার বিধান শেখা। ঘরে বসে অনলাইন ইসলামিক কোর্স ও ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করা। সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই সঠিক দ্বীনী শিক্ষা দেওয়া। নিজেকে ও পরিবারকে জ্ঞানী-গুণী হতে সাহায্য করা এবং অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা।

মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

**اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا تَعَلَّمَتِ الْعِلْمَ، فَإِنَّهَا تُصْلِحُ الْأُسْرَةَ كُلَّهَا**

“একজন নারী যদি দ্বীনী ইলম অর্জন করে, তাহলে সে পুরো পরিবারকে সংশোধন করতে পারে। কারণ সন্তানরা মায়ের কাছ থেকেই প্রথম শিক্ষা লাভ করে।”

(মা‘আরিফুল কুরআন, ১/২৫০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**إِذَا أَدَّبَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا فَأَحْسَنَتْ تَأْدِيبَهُ، ثُمَّ زَوَّجَتْهُ، ثُمَّ حَسُنَتْ صِلَتُهُ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شَاءَتْ**

“যখন কোনো নারী তার সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দায় শিক্ষা দেয়, তারপর তাকে বিবাহ দেয়, তারপর তার সাথে সদ্ব্যবহার করে, সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৫৩২১)

# ষষ্ঠ অধ্যায়: সমাজ ও রাষ্ট্রে ইলমের প্রভাব ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

## ৬.১ ইলম ও সমাজ সংস্কার: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

ইলমের একটি প্রধান কাজ হলো সমাজে সৎকাজের প্রচলন এবং অসৎকাজের প্রতিরোধ। যখন কোনো সমাজে ইলমের অভাব দেখা যায়, সেখানে অজ্ঞতা ও পাপাচারের বন্যা বয়ে যায়। ইলম মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং তাকে সৎপথে চলার প্রেরণা জোগায়।

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে বলেন,

**وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে ডাকে, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়। আর তারাই সফলকাম।”

সূরা আত-তাওবার ১২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

**فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ**

“আর মুমিনদের সকলে একসাথে বের হওয়া উচিত নয়। তবে প্রত্যেক দলের কিছু লোক বের হওয়া উচিত যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের কওমকে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসে।”

ইলম অর্জন করে ফিরে আসার পর, সে তার সমাজকে সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবে। সমাজ সংস্কারের মূলমন্ত্র হলো ‘আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি আনিল মুনকার’। আর এ কাজটি কেবল ইলমের মাধ্যমেই সম্ভব।

আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলেন,

**كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ**

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য প্রকাশিত করা হয়েছে; তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।”

ইলমের মাধ্যমেই এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা যায়। ইলম ছাড়া সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য করা অসম্ভব।

# ৬.২ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ইলমী জিহাদ ও শক্তির ভারসাম্য

ইতিহাসে প্রমাণিত, ইলমের অস্ত্রের সামনে তলোয়ারও মাথা নত করে। যুগে যুগে আল্লাহ আলেমদেরকে বাতিল শক্তি ও ভ্রান্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে ইলমী জিহাদের মাধ্যমে জয়লাভ করিয়েছেন।

আল্লাহ সূরা আল-ফুরকানের ৫২ নং আয়াতে বলেন,

**فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا**

"অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং এর (কুরআনের) সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে মহা জিহাদ করুন।" (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫২)

এখানে 'বিহি' (এটার দ্বারা) দ্বারা কুরআন ও ইলম বোঝানো হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কুরআনের সাহায্যে জিহাদ করাই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ।"

আল্লাহ সূরা আত-তাওবার ৪১ নং আয়াতে বলেন,

**انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

"তোমরা হালকা ও ভারি অবস্থায় বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।" এখানে 'জিহাদ' বলতে কেবল যুদ্ধক্ষেত্র নয়, বরং ইলমী জিহাদকেও বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সূরা আল-আনফালের ৬০ নং আয়াতে বলেন,

**وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ**

"তোমরা তাদের জন্য যতটুকু শক্তি ও যুদ্ধের ঘোড়া সক্ষম হও প্রস্তুত করে রাখো, যাতে তা দিয়ে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদের ভীত করতে পারো।" ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, "শক্তির মধ্যে ইলমও অন্তর্ভুক্ত।"

ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাদের ইলম দ্বারা ভ্রান্তি মু'তাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ও তাঁর পুত্র শাহ আব্দুল আযীজ (রহ.) ইলমের মাধ্যমেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ফাতওয়া জারি করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেন।

## ৬.৩ আলেম ও মুজাহিদ: কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের পার্থক্য

ইসলামে আলেম ও মুজাহিদ উভয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু তাদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। আলেমরা সমাজের নেতৃত্ব দেন, পথ দেখান, আর মুজাহিদরা সেই পথে যুদ্ধ করেন।

আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ**

"একজন আলেমের ফযীলত একজন আবিদের উপর, আমার ফযীলত তোমাদের নীচু ব্যক্তির উপর যেমন।" (সুনানে আত-তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮৫)

এখানে আলেম ও আবিদের তুলনায় আবিদ বলতে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি কেবল ইবাদতে মগ্ন কিন্তু ইলম অর্জনে আগ্রহী নয়। অথচ একজন আলেম কেবল নিজের ইবাদতই করেন না, বরং সমাজের অসংখ্য মানুষকে ইলম দান করে তাদের পথপ্রদর্শক হন। তাঁর ইলম মৃত্যুর পরেও সদকায়ে জারিয়ার মতো কাজ করে। তাই আলেমরাই প্রকৃত মুজাহিদ এবং নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিস।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

**الْعَالِمُ خَيْرٌ مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ**

"একজন আলেম রোযাদার, তাহাজ্জুদগুজার ও মুজাহিদের চেয়েও উত্তম।" (ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/১৮)

তিনি আরও বলেন,

**الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُومٌ**

"ইলম হলো শাসক আর সম্পদ হলো শাসিত।"

তবে মুজাহিদের মর্যাদাও কম নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا**

"আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৭৯২)

কিন্তু একজন সত্যিকারের আলেম যেমন ইলম ও আমলকে একসূত্রে গাঁথেন, তেমনি তিনিই প্রকৃত সফলকাম। কারণ তিনি নিজেও 'আবিদ', নিজেও 'মুজাহিদ'। তাই আলেমের মর্যাদা ও দায়িত্ব অপরিসীম।

# উপসংহার ও সুপারিশমালা

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের দলীল অগণিত। একটি বাক্যে বলা যায়, ইলম হলো মানব জীবনের একমাত্র পাথেয়। ইলম ছাড়া মানুষ যেমন অন্ধকারে পথচারী, ইলম ছাড়া সমাজ যেমন বিশৃঙ্খল, তেমনি ইলম ছাড়া আখিরাতের পথ পাওয়া দুষ্কর।

আমাদের সমাজে আজ ইলম ও আলেমের অবস্থান অত্যন্ত করুণ। একদিকে যেমন আলেমদের মর্যাদা হেয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে ইলমকে যন্ত্র করে তোলা হচ্ছে দুনিয়াবী স্বার্থ চরিতার্থের জন্য। এই দুঃখজনক বাস্তবতা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা কিছু সুপারিশ পেশ করছি:

**প্রথমত, প্রাথমিক ইলম বাধ্যতামূলক করা।** প্রতিটি মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারে ফরজে আইন ইলম শেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে এই কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ**

"তোমরা কুরআন ও ফরাইজ (উত্তরাধিকার আইন) শেখো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও।" (সুনানে দারেমী, হাদীস: ২২৫)

**দ্বিতীয়ত, আলেমদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা।** আলেমদেরকে নবীগণের ওয়ারিস জ্ঞান করে তাদের কথা শুনতে হবে এবং তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে কোনো আলেম যদি ভুল করেন, তাহলে তাকে সম্মানের সঙ্গেই সংশোধনের পথ দেখানো উচিত।

**তৃতীয়ত, দ্বীনী ইলম ও দুনিয়াবী ইলমের সমন্বয় ঘটানো।** আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষা একসাথে চালু করা যায়। ধর্ম ও জাগতিক বিজ্ঞানের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ দূর করে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা বিশ্বমানের ও ইসলামী আদর্শের।

**চতুর্থত, নারী শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করা।** বর্তমান যুগে ফেতনা ও অনাচারের বন্যায় ঘর-সংসার ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে নারীদের দ্বীনী ইলম অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। তাঁদের জন্য পৃথক আলেমা তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

**পঞ্চমত, ইলমী জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া।** বাতিল শক্তি ও ভ্রান্ত মতবাদ যাতে সমাজে জায়গা করতে না পারে, সেজন্য আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের ইলমী জিহাদের

মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করতে হবে। মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের সঠিক বাণী পৌঁছে দিতে হবে।

শেষকথা: আসুন, আমরা সবাই ইলম অর্জনের পথে ধাবিত হই। নিজেরা ইলম অর্জন করি এবং অন্যদের ইলম অর্জনে সহায়তা করি। তাহলেই কেবল দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১)

আমরা সবাই সেই কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।

**رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ**

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর।"

**رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا**

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"

(আমীন)

**ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।**

# গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র


**প্রাথমিক উৎসসমূহ:**

১. **আল-কুরআনুল কারীম:** (আরবি ও বাংলা অনুবাদ সহ)।

২. **সহীহুল বুখারী:** ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহ.)।

৩. **সহীহ মুসলিম:** ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.)।

৪. **সুনানে আবু দাউদ:** ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আছ (রহ.)।

৫. **সুনানে আত-তিরমিযী:** ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.)।

৬. **সুনানে ইবনে মাজাহ:** ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কাযভীনী (রহ.)।

৭. **সুনানে দারেমী:** ইমাম আবু মুহাম্মাদ আল-দারেমী (রহ.)।

৮. **মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।**

৯. **আল-মুসতাদরাক আলাক হাকিম:** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম (রহ.)।

১০. **সহীহ ইবনে হিব্বান:** ইমাম আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান আল-বুস্তী (রহ.)।

**গৌণ উৎসসমূহ:**

১. **আল-ইহইয়া উলুমিদ্দীন** – ইমাম মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.)।

২. **কিতাবুল ইলম** – শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালিহ আল-উছাইমীন (রহ.)।

৩. **আল ইলমু ওয়াল উলামা** – হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)।

৪. **তালিবে ইলমের জীবন গঠন** – মাওলানা ইবরাহীম খলীল (রহ.)।

৫. **তালিবানে ইলম: পথ ও পাথেয়** – মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক (রহ.)।

৬. **শরহু মুসলিম** – ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে শরাফ আন-নববী (রহ.)।

৭. **ফাতহুল বারী** – হাফেজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রহ.)।

৮. **তাফসীরে ইবনে কাসীর** – হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহ.)।

৯. **হায়াতুস সাহাবা** – মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)।

১০. **মা'আরিফুল কুরআন** – মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ.)।

১১. **জামি' উলূম ওয়াল হিকাম** – হাফেজ ইবনে রজব আল-হাম্বলী (রহ.)।

১২. **মাসিক আল-কাউসার** (বিভিন্ন সংখ্যা)।

১৩. **মাসিক আত-তাহরীক** (বিভিন্ন সংখ্যা)।

১৪. **ওয়েবসাইট:** alkawsar.com, hadithbd.com, quran.com, sunnah.com